ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২৫০৯
আগরতলা, ১৬ নভেম্বর, ২০১৯

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত
রেগার মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার উপর মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আজ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের। এম জি এন রেগা সহ অন্যান্য প্রকল্প যেগুলি গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে সেগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়ণে গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রামীণ মানুষের জন্য কিভাবে বেশি বেশি করে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে দপ্তরকে। রেগার মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এম জি এন রেগার পর্যালোচনায় দেখা গেছে, শ্রমিকদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পারিশ্রমিক প্রদানের হার বর্তমান সরকারের সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে এই হার ছিল ৬৩.৮১ শতাংশ। ২০১৯-২০ এ এই হার ৮০ শতাংশেরও বেশি। তেমনি জিও-ট্যাগিং ফেজ ওয়ানে সফলতার গড় ৯৩ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী এম জি এন রেগা রূপায়ণে শ্রমিকদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পারিশ্রমিক প্রদান, জিও-ট্যাগিং প্রভৃতি প্যারামিটারগুলিকে আরও কিভাবে বাড়ানো যায় তা দেখতে বলেন। রেগার মাধ্যমে ধলাই, গোমতী, ঊনকোটি, সিপাহীজলা এবং উত্তর ত্রিপুরা এই পাঁচটি জেলায় নতুনভাবে যে পাঁচটি বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলির কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন মডেল হিসাবে নতুনভাবে নেওয়া এই কাজগুলি সফলভাবে রূপায়ণের পর অন্যান্য এলাকায়ও এই ধরণের প্রকল্প নেওয়া হবে। সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, রেগার মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। এতে শ্রমদিবস যেমন সৃষ্টি হবে, পরবর্তীতে এই স্থায়ী সম্পদের উপর ভিত্তি করে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত পরিবারগুলি জীবিকা অর্জন করতে পারবে। এদিনের সভায় মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু এবং অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলকও উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত করেন। এদিনের সভায় দপ্তরের এম জি এন রেগা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা(গ্রামীণ), দীনদয়াল অন্তোদয় যোজনা, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন(DAY-NRLM), দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্যা যোজনা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ন্যাশন্যাল রুরবন মিশন, সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা, ট্রান্সফরমেশন অব অ্যাসপিরেশনাল ব্লকস প্রোগ্রাম ইত্যাদি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কর্মসূচি নিয়ে আলোকপাত করা হয় বৈঠকে। দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা জানান, বর্তমানে এম জি এন রেগায় জবকার্ডধারী পরিবার রয়েছে ৬ লক্ষ ১২ হাজার। ৯ লক্ষ ৬১ হাজার শ্রমিক এই কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন। রেগায় যে ৫টি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলিও সচিব সৌম্যা গুপ্তা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ধলাই জেলার আমবাসা ব্লকে গুরুধন পাড়া এ ডি সি ভিলেজে ও খগেন্দ্র রোয়াজা পাড়ার ১০৪টি জনজাতি পরিবারকে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয়জল, জীবিকা ইত্যাদি

****২য় পাতায়

বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হবে। ব্যয় হবে ৬.১৬ কোটি টাকা। গোমতী জেলায় কিল্লা ব্লকে রায়বা বাড়ি এ ডি সি ভিলেজে ১৫০টি গরিব পরিবারকে প্ল্যানটেশন, ফিশারী, ডাকারী ইত্যাদি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করতে অনুরূপ একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ব্যয় ধরা হয়েছে ১.৭৫ কোটি টাকা। ঊনকোটি জেলায় পেচারথল ব্লকে দক্ষিণ মাছমারা ভিলেজে আরেকটি মডেল প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে। এই প্রজেক্টে রাস্তাঘাট, ফুটব্রিজ, কালর্ভাট, ইত্যাদি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২.৬১ কোটি টাকা। সিপাইজলা জেলায় বিশলগড় ব্লকের গকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতেও এধরণের একটি প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে। এতে গ্রামীণ বাজার, ভার্মি কম্পোষ্ট পিট, ফুল চাষ, বাঁশ ভিত্তিক সামগ্রী উৎপাদন, বায়ো গ্যাস, ফিসারী, ইত্যদি বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে। এই প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৪.২৯ কোটি। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকে চুড়াই বাড়ীতে প্রজেক্টটি ইকো-টুরিজম সম্পর্কিত আরেকটি প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২.১২ কোটি টাকা। এদিনের সভায় রেগার মাধ্যমে প্ল্যান্টেশন কর্মসূচি রূপায়ণ করার জন্য একটি প্ল্যান্টেশন পলিসি নিয়েও আলোচনা করা হয়। এই প্ল্যান্টেশন কর্মসুচিতে নতুনভাবে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে হর্টিকালচারে ৮টি জেলায় ৪০২৬ হেক্টর, রোডসাইড প্ল্যানটেশনে ৩০৬ হেক্টর, ব্যাম্বু প্ল্যানটেশন ৬৯১ হেক্টর, নদীর তীরবর্তী এলাকায় ৩৪০ হেক্টর, রাবার প্ল্যান্টেশন ৬৩৪ হেক্টর, আগর প্ল্যান্টেশনে ৭১ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিতে রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা হয় এদিন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই ব্লক এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নীত করে অন্যান্য ব্লকের সমপর্যায়ে যেন নিয়ে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে কাজ করার জন্য বলা হয়।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা(গ্রামীণ) ফেজ ওয়ান (২০১৬-১৯ এই তিন বছরে) ২৪,২২১টি সুবিধাভোগী পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে বলে সচিব সৌম্যা গুপ্তা জানান। এছাড়াও তিনি জানান এই প্রকল্পের ফেজ-টু যা চলতি বছরে শুরু হয়েছে, তাতে ২৮,৮৩৮টি পরিবারকে এই ঘর দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯-২০ বছরে ১০,১৯০টি ঘর তৈরী করে দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ১০,৫০০টি। ২০২০ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে ১০,৩৪৭ টি ঘর তৈরীর কাজ শেষ করা যাবে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ফেজ ওয়ান যা ২০১৬-১৯ এ রূপায়িত হয়েছে তাতে ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। সভায় উল্লেখ্য করা তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনে চলতি বছরে নতুন ১,৬০০টি স্ব-সহায়ক দল গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। ইতিমধ্যে ২,৪১৭টি নতুন স্ব-সহায়ক দল তৈরি করা হয়েছে। ১,৯৬২টি স্ব-সহায়ক দলকে ব্যাংক ঋণ পাওয়ার জন্য স্পন্সর করা হয়েছে। ২০,৫৪২ জন মহিলা সদস্যাকে স্ব-সহায়ক দলের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ফার্ম লাইভলিহুড ইন্টারভেনশনে ৪৯টি গ্রামকে যুক্ত করা হয়েছে। ৯,১৩২টি পরিবারকে এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব জানান, ত্রিপুরা লাইভলিহুড মিশনে ২৮,৭৮০ জনকে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাকে ১৭,৩৩৩ জনের প্রশিক্ষণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৬,৩৬৮ জনকে ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সভায় দপ্তরের সচিব জানান, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ন্যাশনাল রুরবান প্রকল্পে ত্রিপুরায় ৭টি ক্লাস্টার অনুমোদিত হয়েছে। ঋষ্যমুখ, কাঁঠালিয়া, ছামনু, কিল্লা, জম্পুইহিল, সালেমা, পানিসাগর এই সাতটি ব্লক এলাকায় এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হবে। মোট ৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও এ ডি সি ভিলেজে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হবে। দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি, পানীয়জল, স্যানিটেশন, পরিবহন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্ট্রীট লাইট, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রের উন্নয়নে এই প্রকল্পে কাজ করা হবে। এদিনের সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব বিকাশ সিং, পরিকল্পনা দপ্তরের বিশেষ সচিব অপূর্ব রায় ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আন্যান্য উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****